আম গাছের পরিচর্যা এবং ফল ধারণে করণীয়

আম বৈজ্ঞানিক নামঃ (Mangifera indica) হল Sopindaceae পরিবার ভুক্ত সুস্বাদু মৌসুমি ফল। মুল আবাসস্থল মায়ানমার, ভারত এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ, ভারতীয় উপমহাদেশ, মাদাগাস্কার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলো। আম একটি লম্বা চিরহরিৎ গাছ। এই গাছ থেকে রসাল শাসযুক্ত ফল পাওয়া যায়। ফলটির বহিরাবরণ মসৃণ ও সবুজ বর্ণের, যা খাওয়া যায় না। আবরণটির ভেতরে থাকে সুমিষ্টি রসাল শাস যা ছোট বড় সকলের অত্যন্ত প্রিয়।

আম গাছের সমস্যাঃ

(১) ফল না ধরা। (২) ফল ঝরে যাওয়া। (৩) ফল ফেটে যাওয়া ও ফলের গায়ে দাগ হওয়া। (৪) আমের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ। (৫) পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ।

আম গাছে ফল ধরানোর কৌশলঃ

(১) অপ্রয়োজনীয় ও মরা ডালপালা ছেটে ফেলা।

(২) হপার পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন/ ইমিডাক্লোপ্রিড (অ্যাডমায়ার/টিডো-২০ এসএল) গ্রুপের ঔষধ মুকুল আসার আগে অর্থাৎ শীতের শেষে যখন মুকুল আসবে তখন প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও ছত্রাক দমনের জন্য এমকোজিম-৫০ ডব্লিউ পি ২০ গ্রাম ১০ লি. পানিতে অথবা কনজা প্লাস ১০ ইসি ৫ মিলি ১০ লি. পানিতে অথবা স্কোর ২৫০ ইসি ৫ মিলি ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

গাছে ফুল আসতে থাকলে ১ মিলি/লি. অথবা ২ মিলি/লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রো ব্যবহার করলে ফুল আসা ত্বরান্বিত হবে এবং ফুলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

গাছের পুষ্প মঞ্জুরি ২০-৩০ ভাগ বের হবার পর ২য় বার স্প্রে করার সময় টিডো-২০ এসএল ১০ মিলি ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এর ০৩ দিন পর কনজা প্লাস ১০ ইসি ৫ মিলি ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে অথবা স্কোর ২৫০ ইসি ৫ মিলি ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে অথবা এমকোজিম-৫০ ডব্লিউ পি ২০ গ্রাম ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফুল ৫০% এর বেশি ফুটে গেলে কোন প্রকার কীটনাশক/ ছত্রাকনাশক ব্যবহার রা যাবে না। কারণ এসময় কীটনাশক প্রয়োগ করলে উপকারী পোকা মারা যাবে এবং পরাগায়নের সমস্যা হবে ফলে ফলন অনেকাংশে কমে যাবে। মটর দানার মত হলে একবার টিডো-২০ এসএল ১০ লি. পানিতে ১০ মিলি এবং ইহা প্রয়োগের ০৩ দিন পর কনজা প্লাস ১০ ইসি ১০ মিলি ১০ লি. পানিতে অথবা স্কোর ২৫০ ইসি ৫ মিলি ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে অথবা এমকোজিম-৫০ ডব্লিউ পি ২০ গ্রাম ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

পানি সেচঃ মুকুল আসার আগের থেকে একেবারে শুটি আসা পর্যন্ত গাছে কোন রকম পানি সেচ প্রয়োগ করা যাবে না। ফল যখন মটর দানা আকৃতি হবে কিংবা ফল বৃদ্ধির সময় নিয়মিত ও পরিমিত সেচ প্রদান করতে হবে। আর্দ্রতার তারতম্যের কারণে ফল ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফল সেট হওয়ার আগে হালকা সেচ দিয়ে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে অধিক সেচ ও কম সেচ উভয়ই আমের জন্য ক্ষতিকর।

সার প্রয়োগঃ

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)				
	চারার গর্তে	১-৪	৫-১০	১১-২০	২০ এর উর্ধ্বে
জৈব সার (কেজি)	২০-২৫	১০	২০	৩০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	-	৩০০	৮০০	১২০০	২০০০
টিএসপি (গ্রাম)	৫০০	৪০০	১২০০	২০০০	৩০০০
এমওপি (গ্রাম)	৪০০	৩০০	৮০০	১২০০	১৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	২৫০	১০০	২০০	২৫০	৩০০
দস্তা সার (গ্রাম)	৫০	১০	২০	৩০	৫০
বোরণ (গ্রাম)	৪০	৩-৫	৫.৮	৫০-৬০	৬০

গর্তে সার মিশানোর ১০-১৫ দিন পর চারা লাগাতে হবে। গাছে সারা বছরে সমান দুই কিস্তিতে দিতে হবে। ১ম ভাগ বর্ষার শুরুতে ফল সংগ্রহের পর জৈষ্ঠ্য মাসে। ২য় ভাগ বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে।

ফল ফেটে যাওয়া প্রতিরোধ : আম মটর দানার মত হলে নিয়মিত পানি সেচ দিয়ে ফল ফেটে যাওয়া প্রতিরোধ করা যায়। এসময় প্লানোফিক্স প্রতি ৫ লি. পানিতে ১ মিলি হারে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করলে ফল ঝরে যাওয়া ও ফল ফেটে যাওয়ার সমস্যা অনেকটা নিরসন হয় এবং এ পর্যায়ে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে বোরণ সার মিশিয়ে স্প্রে করলে ফল ফাটার সম্ভাবনা কম থাকে। এছাড়াও ফল যখন দ্রুত বাড়তে থাকে তখন কেবলমাত্র পানি উচ্চচাপে সুক্ষ্ম নজলের মাধ্যমে স্প্রে মেশিনের সাহায্য স্প্রে করলে ফল ঝরে যাওয়া ও ফেটে যাওয়ার সমস্যা অনেকাংশে কমে যায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন : ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করলে আমের ফলছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া ফল যখন মটর দানার মত আকৃতি হবে তখন ০১ বার এবং ফল যখন রং আসতে শুরু করবে তখন আরেকবার ট্রেসার/সাকসেস জৈব পেষ্টিসাইড ১০ লিটার পানিতে ৪ মিলি মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। একবার কীটনাশক স্প্রে করার পর কাগজের ব্যাগিং করা গেলে নিরাপদ আম উৎপাদন করা সম্ভব।

প্রচারেঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, কুষ্টিয়া।